প্রথম আলো

তারিখ 31 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

রাজধানী ভালো করলেও জেলার প্রভাবে পেছাল ঢাকা বোর্ড

জিপিএ-৫-এর সংখ্যার ভিত্তিতে ঢাকা বোর্ডের সেরা ১০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ক্রমিক নং	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের সংখ্যা	জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা
১.	ভিকারুননিসা নূন স্কুল	১,১৪৭	১,১৪৬	৮৮৭
২.	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ	৯৬০	৯৬০	৭৫৪
৩.	মণিপুর উচ্চবিদ্যালয়	৯৫৭	৯৫৭	৫৫৬
৪.	মতিঝিল মডেল হাইস্কুল	১,২৯৫	১,২৫০	৪৫০
৫.	মাইলস্টোন কলেজ	৩৬৫	৩৬৫	৩৩০
৬.	এ কে হাইস্কুল	৯১৩	৮৯০	৩২৭
৭.	রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ	৩৪৭	৩৪৭	৩২৬
৮.	উত্তরা হাইস্কুল	৬০৪	৬০৪	৩১২
৯.	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়	৪২৪	৪২৪	২৯১
১০.	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	৩১৭	৩১৬	২৬৮

শরিফুজ্জামান ●

ঢাকা মহানগর তথা রাজধানীতে পাসের হার ৮৫.৬১ শতাংশ। এই হার ঢাকা বোর্ড তো বটেই, আটটি বোর্ডের মধ্যেও বেশি। কিন্তু ঢাকা বোর্ডে পাসের গড় হার ৬৯.১১ শতাংশ। অর্থাৎ ঢাকা মহানগরের সঙ্গে ঢাকা বোর্ডের পাসের হারে ব্যবধান ১৬.৫০ শতাংশ।

দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকা বোর্ডের অধীন। রাজধানীতে লেখাপড়ার মান ও সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক ভালো। এখানকার অভিভাবকদের বেশির ভাগই সচেতন ও শিক্ষিত। শিক্ষকেরাও তুলনামূলক বিচারে ভালো। কিন্তু ঢাকা বোর্ডে পাসের হার এ বছর যাদ্রাসা, কারিগরি, সিলেট ও কুমিল্লা বোর্ডের চেয়েও খারাপ।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ শামসুল হক বলেন, ঢাকা শহরে পাসের হার ভালো হলেও ঢাকা বোর্ডের অধীন মফস্বলের অনেক বিদ্যালয় আছে। রাজধানীতে ভালো ফল হলেও জেলাগুলোতে মধ্যম মানের ও খারাপ বিদ্যালয়গুলোর ফল গড় করার পর পাসের সামগ্রিক হার কমে যায়।

ঢাকা বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য-পরিসংখ্যানের সঙ্গে বোর্ডের চেয়ারম্যানের বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। ঢাকা মহানগরে এ বছর মোট এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ৫০ হাজার ৮১৫ জন; এর মধ্যে পাস করেছে ৪৩ হাজার ৫০৪ জন বা ৮৫.৬১ শতাংশ। মহানগরে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ হাজার ১১ জন। অন্যদিকে মহানগরের বাইরে ঢাকা জেলায় পরীক্ষার্থী ছিল ১২ হাজার ৪৩৪ জন; এর মধ্যে পাস করেছে নয় হাজার ২২১ জন বা ৭৪.১৬ শতাংশ। ঢাকা জেলায় জিপিএ-৫ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৮১।

নোটিশ বোর্ডে ফল দেখে খুশিই ঢাকার বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা

মোট ১৭টি জেলা নিয়ে গঠিত ঢাকা বোর্ডে পাসের হার সবচেয়ে কম শেরপুর জেলায়, ৫৪.৫৩ শতাংশ। নারায়ণগঞ্জে এই হার ৭৫.৬৬ শতাংশ। গোপালগঞ্জ জেলার অবস্থান দ্বাদশ, পাসের হার ৬১.২৬ শতাংশ। এ ছাড়া মুন্সিগঞ্জ জেলার পাসের হার ৭০.২১ এবং গাজীপুর জেলার পাসের হার ৬৯.৬০ শতাংশ। এভাবে ঢাকা বোর্ডের ১৬ জেলার সঙ্গে ঢাকা মহানগরের ফল গড় করে পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৬৯.১১ শতাংশ।

এবার ঢাকা শহরের ৪৬টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শতভাগ পাস করেছে। কয়েকটি ভালো বিদ্যালয় অল্পের জন্য শতভাগ পাসের তালিকায় স্থান পায়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল। ওই স্কুলের শিক্ষক মো. ইনছান আলী জানান, বিদ্যালয়ের ২৭১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২১৫ জন। এত ভালো ফল করার পরও দুজন শিক্ষার্থী ফেল করায় শতভাগ উত্তীর্ণের তালিকায় যেতে পারেনি।

শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মজার কিছু তথ্য রয়েছে। আর তা হলো শিক্ষা বোর্ড মূলত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করে। কিন্তু ঢাকা মহানগরেই শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে ৪৬টি। শতভাগের তালিকায় এমন কিছু বিদ্যালয়ের নাম রয়েছে, যেগুলোর শিক্ষার্থীসংখ্যা খুবই কম। ধরা যাক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের কথা, সেখানে ২৭১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দুজন ফেল করেছে বলে তালিকায় ঠাঁই মেলেনি। কিন্তু মতিঝিলের শহীদ ফারুক ইকবাল গার্লস হাইস্কুলের ১৯ জন এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ১৭ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করায় শতভাগের তালিকায় ওই বিদ্যালয় দুটির নাম রয়েছে। এভাবে মিরপুরের ইব্রাহীমপুর সালাউদ্দিন শিক্ষালয় থেকে ১৬ জন, মোহাম্মদপুর ফিরোজা বাশার আইডিয়াল কলেজ থেকে ৪৪ জন, ধানমন্ডির আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজ থেকে ১৮ জন, ধানমন্ডির স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৪৩ জন এবং উত্তরার হলি চাইল্ড কলেজ থেকে ৩৯ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে।

শিক্ষা বোর্ড-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, পরীক্ষার্থী কম হলেও শতভাগ পাস করায় প্রমাণিত হয়, সেখানে লেখাপড়া হচ্ছে, ভালো করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু শতভাগের তালিকায় যাওয়ার জন্য কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নির্বাচনী পরীক্ষায় সামান্য খারাপ করলেও কোনো পরীক্ষার্থীর বেলায় ঝুঁকি নেয় না। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদও শতভাগ পাস নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এতে সামান্য ঝুঁকি মনে হলেও একজন শিক্ষার্থীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানালেন, গত বছর রাজধানীর একটি শীর্ষস্থানীয় বিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালে মারা যায়। এরপর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে প্রভাবশালী অনেকেই চেষ্টা করেন, যাতে বোর্ড মারা যাওয়া ওই শিক্ষার্থীর নাম বাদ দিয়ে স্কুলটির ফল প্রকাশ করে। ওই পরীক্ষার্থী যেহেতু দু-একটি পরীক্ষা দিয়েছিল, সেহেতু তার কারণেই বিদ্যালয়টির নাম শতভাগের তালিকায় যাবে না। শেষ পর্যন্ত নিয়ম অনুযায়ী ওই শিক্ষার্থীর নাম রেখেই বোর্ড ফল প্রকাশ করে। শতভাগ পাসের তালিকায় যাওয়ার জন্য এ ধরনের অসংখ্য অসংগতিপূর্ণ ঘটনা ঘটছে।